OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 117
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 935 - 942
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 935 - 942
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

প্রামাণ্যের পরস্তত্ব স্থাপন : আচার্য উদয়নের মত সমীক্ষা

পলাশ প্রামাণিক
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: palashpramanick039@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Pramāṇya, Svataḥ-prāmāṇyavāda, Parataḥ-prāmāṇyavāda, Tripuṭī-saṃvid, Niḥsvabhāvatā, Jhaṭiti-pravṛtti.

Abstract
In Indian tradition, valid knowledge is termed pramā, and the validity of knowledge is called prāmāṇya. Although the term prāmāṇya also indicates the state of being the instrument of valid knowledge (pramā-karaṇatva), in most cases, we understand prāmāṇya as the 'truth-character' or 'validity' (pramātva) itself. Indian philosophers are divided regarding the inquiry into how this pramātva is determined. One group claims this validity to be self-dependent (svataḥ), while the other group describes it as dependent on external factors (parataḥ). Among those who support the theory of self-validity (svataḥ-prāmāṇyavāda), the Mīmāṃsā school is preeminent. On the other hand, the Naiyāyikas represent those who support the theory of external validity (parataḥ-prāmāṇyavāda). Following the direction of Ācārya Udayana, the objective of this essay is to provide an outline of the specific arguments used by the Naiyāyikas to refute the claims of the proponents of self-validity.

Discussion

ভূমিকা : কি লৌকিক ব্যবহারে কি শাস্ত্রীয় চর্চায় কোনো বিবৃতি বা অভিমতের প্রামাণ্য নির্ধারণ একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। কোন ব্যক্তি যখন কোন বিবৃতি পেশ করেন তখন সেই বিবৃতিটির যথার্থতা কিভাবে নিরূপণ করা যাবে, সে চিন্তা আমাদের ভাবিত করে। শুধুমাত্র তার মুখের কথা বলে বিবৃতিটিকে সত্য বলে মান্যতা দিতে পারি না আমরা। কেউ বলবেন ওই বিবৃতিটি যদি বাস্তব ঘটনা বা পরিস্থিতির অনুরূপ হয় তাহলেই তাকে সত্য বলা যায়। কেউ আবার দাবী করবেন ওই ব্যক্তির বচনটির সঙ্গে অন্যদের কথার যদি সঙ্গতি থাকে তাহলে তার দাবীটি যথার্থ বলে গণ্য হতে পারে। এসব রাস্তা পরিত্যাগ করে কেউ বিবৃতিটির প্রয়োগযোগ্যতার উপর গুরুত্ব দিতে পারেন। তিনি বলতে পারেন শুধু কারো মুখের কথা বলে বা ঘটনার সঙ্গে মিলেছে বলে বা অন্যদের দাবীর সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে বলে আমরা কোন বচনকে সত্য বা যথার্থ বলতে পারি না। দেখা দরকার ওই বচন বা বচনে বিশ্বাস বাস্তবে কাজে দেয় কিনা। বিজ্ঞানীরা যেমন প্রতিটি প্রকল্প থেকে ফলাফল নিষ্কাশন করে যাচাই করে দেখেন তেমনভাবে বিশ্বাস,বচন বা অভিমতগুলো কাজে লাগছে কিনা তা বিচার করে দেখা দরকার। এভাবে একটি বচনের সত্যতা নিরূপণকে ঘিরে পাশ্চাত্য দর্শনে নানা মত গড়ে উঠেছে। এই সমস্যা ভিন্নরূপে ভারতীয় দর্শনেও আত্মপ্রকাশ করেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 117
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 935 - 942
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ ও পরতঃপ্রামাণ্যবাদ : ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্বন্ধে দ্বিবিধমত প্রচলিত – স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ ও পরতঃপ্রমাণ্যবাদ। প্রমাণ্যবাদের এই দুটি রূপেরই আবার উৎপত্তিগত ও জ্ঞপ্তিগত দুটি দিক রয়েছে। যারা স্বতঃপ্রমাণ্যবাদে আস্থাশীল তাঁরা দাবী করেন কী উৎপত্তি, কী জ্ঞপ্তি উভয় দিক থেকে প্রামাণ্য স্বতঃ। একথার তাৎপর্য এই, যে কারণ সামগ্রী দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই একই সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যও যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি যে গ্রাহক দ্বারা জ্ঞান গৃহীত বা প্রকাশিত হয় সেই গ্রাহক দ্বারাই প্রামাণ্য বা প্রমাত্বও গৃহীত হয়। এই পক্ষে মীমাংসা সম্প্রদায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে। পক্ষান্তরে, যারা প্রামাণ্যের পরতস্থ সমর্থন করেন তাঁদের মতে প্রামাণ্য উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি উভয় দিক থেকেই পরতঃ বা পরনির্ভর। যে যে কারণ সামগ্রী হতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু সামগ্রী যুক্ত না হলে প্রামাণ্য উৎপন্ন হতে পারে না বলে এঁরা দাবী করেন; একইভাবে যে সামগ্রী দ্বারা জ্ঞান প্রকাশিত হয়, প্রামাণ্যের গ্রহন তার অতিরিক্ত গ্রাহকের অপেক্ষা রাখে বলে এঁরা দাবী করেন। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় এই পরতঃ প্রমাণ্যবাদকেই সমর্থন করেন। ন্যায় মতে, যে কারণ সামগ্রী দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই একই কারণ সামগ্রী দ্বারা প্রামাণ্যের উৎপত্তি হয় না। প্রামাণ্যের উৎপত্তিতে জ্ঞান জনক সামগ্রীর অতিরিক্ত গুনের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ গুণ সহকৃত জ্ঞান-জনক সামগ্রী প্রামাণ্যের জনক। একইভাবে যা দ্বারা জ্ঞান গৃহীত হয়, তার দ্বারা প্রামাণ্যের গ্রহন হয় বলে মনে করেন না নৈয়ায়িক। ন্যায় মতে, জ্ঞানের গ্রহন হয় অনুব্যবসায়ের দ্বারা, আর প্রামাণ্যের গ্রহণ হয় অনুমানের দ্বারা। ব্যবসায় বা বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পর তাকে অবলম্বন করে 'অহম্ জানামি' এই আকারে অনুব্যবসায় হয়,যা ব্যবসায় জ্ঞানকে প্রকাশ করে। ওই অনুব্যবসায় দ্বারা জ্ঞান গৃহীত হওয়ার পর জ্ঞাতার প্রবৃত্তি হয়। সেই প্রবৃত্তি যদি সফল হয়, তাহলে সফল প্রবৃত্তিজনকত্ব হেতু করে লব্ধ জ্ঞানে প্রামাণ্য অনুমিত হয়।বাৎস্যায়ন ভাষ্যের প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে —

"প্রমাণতোহর্থ-প্রতিপত্তৌ
প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং।"[১]

মীমাংসক সম্প্রদায় স্বতঃপ্রমাণ্যবাদী। স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ একটি সুসংগঠিত মতবাদের রূপ পেয়েছে মীমাংসকদের হাতে। তবে প্রামাণ্যের স্বতস্ত সমর্থন করলেও, সেই প্রামাণ্যের গ্রহণ ঠিক কীভাবে হয় সেই প্রশ্নে মীমাংসক সম্প্রদায়গুলি একমত নয়। এর মূলে রয়েছে জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ে তাদের পারস্পরিক মতের মধ্যে অবান্তর ভেদ। প্রভাকর মতে, জ্ঞান যে মুহূর্তে উৎপন্ন হয় সেই মুহূর্তে তার প্রকাশ হয়। গুরুমতে, জ্ঞান প্রদীপের ন্যায় স্বয়ংপ্রকাশ। প্রজ্জলিত দ্বীপ যেমন উপস্থিত বস্ত্র ও নিজ আধারকে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করে তেমনি জ্ঞেয় বস্তুও নিজেকে প্রকাশের সাথে সাথে তার জ্ঞানকে প্রকাশ করে এবং সেই ক্ষনেই নিজের আশ্রয় আত্মাকেও প্রকাশ করে। এইভাবে জ্ঞান নিজেকে, নিজ বিষয়কে এবং নিজ আশ্রয় আত্মাকে উৎপত্তিক্ষণেই প্রকাশিত করে, এই ঘটনাকে ত্রিপুটি সম্বিদ বলে। এই মতে স্মৃতিভিন্ন জ্ঞানমাত্রই প্রমা হওয়ায় জ্ঞান তার উৎপত্তিকালে নিজ ধর্ম প্রামাণ্যকেও প্রকাশ করে বলে জ্ঞানের উৎপত্তিক্ষণে বিষয়, আত্মা, জ্ঞান ও তার প্রামাণ্য এই চারটি যুগপৎ প্রকাশিত হওয়ায় প্রাথমিক ঘটজ্ঞানের আকার হবে 'ঘটমহং প্রমিনোমি'। এই স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব সমর্থন করেন না ভাট্ট ও মিশ্র সম্প্রদায়। ভাট্ট কুমারিল মতে জ্ঞান জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমানগম্য। ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান যেমন ঘটাদিকে, ঘটাদিতে বিদ্যমান ঘটত্বাদি জাতিকে এবং ঘটাদির গুন প্রভৃতিকে প্রকাশ করে, তেমনি ঘটাদিতে বিদ্যমান জ্ঞাততাকেও প্রকাশ করে। এইভাবে বিষয়জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাততা জ্ঞেয় হয়। এই জ্ঞেয় জ্ঞাততাই জ্ঞানের অনুমাপক লিঙ্গ। আর এই জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতির দ্বারা যখন জ্ঞান গৃহীত হয় ততক্ষণাৎ তার প্রামাণ্যেরও গ্রহন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুরারী মিশ্রের মতে জ্ঞান কখনও স্বপ্রকাশ অর্থাৎ নিজে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, অনুব্যবসায় নামক মানসপ্রত্যক্ষের দ্বারাই জ্ঞান প্রকাশিত বা গৃহীত হয়। আর সেই একই অনুব্যবসায় জ্ঞান প্রামাণ্যেরও গ্রাহক। প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তি কীভাবে হয়, সেই প্রশ্নে সকল মীমাংসক সম্প্রদায় অভিন্ন মত নন, তথাপি প্রামাণ্যের পরতস্ত্বের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা সকলেই ঐক্যমতে উপনীত হন। মীমাংসকগণের মতে জ্ঞানের গ্রাহক সামগ্রীবলেই জ্ঞানের প্রামাণ্য গৃহীত হয় অর্থাৎ যে যে কারণে জ্ঞানের জ্ঞান হয় সেই সেই কারণ হতেই জ্ঞানের প্রমাত্বেরও জ্ঞান হয়। যেমন– যে সামগ্রীবলে ঘটজ্ঞানের জ্ঞান হয় সেই সামগ্রীবলেই ঘটজ্ঞানের প্রমাত্বের জ্ঞান হয়, জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীর অতিরিক্ত কোন কারণকে অপেক্ষা করে না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 117
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 935 - 942
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জ্ঞান প্রামাণ্যের উৎপত্তি স্বতঃ নয় : 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' প্রণেতা আচার্য উদয়ন ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে এক উজ্জল রত্ন এবং প্রাচীন ন্যায়প্রস্থানের শেষ প্রবক্তা। তিনি তাঁর 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকে ঈশ্বরের অভাবেও (বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যবশতঃ) পরলোকসাধন যাগাদির অনুষ্ঠান সম্ভব — মীমাংসকের এই বক্তব্যের খণ্ডন করেছেন। এখানে তিনি বেদের প্রবক্তারূপে ঈশ্বরসাধনের উদ্দেশ্যে প্রমার পারতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকের ১ নং বলেছেন, -

"প্রমায়াঃ পরতন্ত্রত্বাৎ সর্গ প্রলয়সম্ভবাৎ।
তদন্যস্মিন্ননাশ্বাসান্ন বিধান্তর সম্ভবঃ॥"[২]

জ্ঞান প্রামাণ্যের উৎপত্তি যে স্বতঃ নয় সে কথা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে উদয়ানাচার্য্য একটি অনুমানের প্রদর্শন করেছেন। এই অনুমানটি হল— "প্রমা জ্ঞানহেত্বতিরিক্তহেত্বধীনা, কার্যত্বে সতি তদ্বিশেষত্বাৎ অপ্রমাবৎ"[৩] অর্থাৎ প্রমা জ্ঞানসামান্যের হেতুর অতিরিক্ত হেতুর অধীন, যেহেতু তাহা কার্য এবং জ্ঞানবিশেষ। এই অনুমানে কেবল হেত্বধীনত্ব বা জ্ঞানহেত্বধীনত্বকে সাধ্য করলে সিদ্ধসাধনদোষ হবে। এই জন্য জ্ঞানহেত্বতিরিক্ত হেত্বধীনত্বকে সাধ্য করা হয়েছে।আমরা জানি, কার্য সর্বদা কোনো না কোনো কারন থেকে নিঃসৃত হয়। যেহেতু জ্ঞান একপ্রকার কার্য তাই তাও কোনো না কোনো কারন থেকে নি:সৃত হবে। আর কার্য ভেদে কারণ ভেদ থাকায় যে সামগ্রী দ্বারা জ্ঞানসামান্য উৎপন্ন হয় সেই সামগ্রী দ্বারা তার প্রমাত্ব উৎপন্ন হতে পারে না। কেননা, প্রমা সামান্যজ্ঞান মাত্র নয়, তা এক বিশেষ প্রকার জ্ঞান। যেমন- অপ্রমা। অপ্রমা প্রমা হতে ভিন্ন এক বিশেষ প্রকার জ্ঞান বলে মীমাংসকগণ অপ্রমার উৎপত্তিতে জ্ঞানজনক সাধারণ সামগ্রীর অতিরিক্ত দোষের উপস্থিতি স্বীকার করেন। সুতরাং প্রমা জ্ঞানবিশেষ হওয়ায় তার উৎপত্তি জ্ঞানসামান্যের সামগ্রীর অতিরিক্ত বিশেষ সামগ্রীর প্রয়োজন আর ঐ বিশেষ সামগ্রী হইল গুণ।

এখানে মীমাংসক বলতে পারেন — জ্ঞানসামান্যের সামগ্রী হতে উৎপন্ন হলে সেটি প্রমা পদবাচ্য হবে আর অতিরিক্ত দোষের অনুপ্রবেশ হলে অপ্রমা হবে। এর উত্তরে বলা যায় — যেহেতু প্রমা নিয়মতঃ দোষাভাবকে অপেক্ষা করে তাই দোষাভাব জ্ঞানসামান্য সামগ্রীর অতিরিক্ত এবং এর অনুপ্রবেশনিবন্ধন জ্ঞান প্রমা হতে পারে।

এবারে মীমাংসাসক বলতে পারেন — দোষাভাব জ্ঞানসামান্যসামগ্রীর অতিরিক্ত হলেও তা অভাবস্বরূপ, অতএব প্রমা যে জ্ঞানসামান্য সামগ্রীর অতিরিক্ত ভাববস্তুকে অপেক্ষা করে না তা স্বীকার্য। এর উত্তরে ন্যায়পক্ষের বক্তব্য এই— যদি দোষ নিয়মতঃ ভাবস্বরূপই হত তবে পূর্বকথাটি বলা যেত, কিন্তু বিশেষাদর্শনরূপ যে দোষ তাহা অভাবস্বরূপই। ভ্রম ও সংশয়ের প্রতি বিশেষাদর্শনকে (বিশেষ দর্শনা ভাবকে) দোষরূপে কারণ বলা হয়। অপ্রমার কারণ যে দোষ, তা যেমন ভাব ও অভাব দুইই হতে পারে (ভাব-পিত্ত, দূরত্বাদি। অভাব-বিশেষাদর্শন), তেমনি প্রমার কারণ যে দোষাভাব, তাও ভাবস্বরূপ এবং অভাবস্বরূপ দুই প্রকারই হতে পারে [পিত্তাদি দোষাভাব অভাবস্বরূপ এবং বিশেষাদর্শনরূপ দোষের অভাব (বিশেষদর্শন) ভাবস্বরূপ]।

এই স্থলে মীমাংসা পক্ষের আপত্তি হতে পারে-বিশেষাদর্শনকে ভ্রমের কারণ বলা যায় না, যেহেতু বিশেষদর্শন থাকিলেও 'পীতঃ শঙ্খ:' ইত্যাদি ভ্রম হয়। এইভাবে, বিশেষদর্শনরূপ দোষাভাবকেও প্রমাত্বের প্রযোজক বলা যায় না।

ন্যায় পক্ষে এর উত্তর এই যে, - যে বিশেষদর্শন ভ্রমের বিরোধী, সেই বিশেষদর্শনের অভাবই অপ্রমার কারণ। প্রত্যক্ষ ভ্রমস্থলে প্রত্যক্ষাত্মক বিশেষদর্শন না থাকায় তা প্রত্যক্ষাত্মক বিশেষদর্শন বিরোধী, কিন্তু পীত শঙ্খস্থলে তা না থাকায় ভ্রম হতে পারে। প্রমারূপ বিশেষদর্শনই প্রমাজ্ঞানে গুণ এবং তাদৃশ বিশেষদর্শনের অভাবই দোষ।

এখন নৈয়ায়িকগণের বক্তব্য — শাব্দবোধাত্মক প্রমাও (শাব্দী প্রমা) জ্ঞানসামান্যহেতুর অতিরিক্ত হেতুজন্য, যেহেতু এটিও কার্য এবং জ্ঞানবিশেষ। সেই অতিরিক্ত হেতুটি এই স্থলে বক্তৃবাক্যার্থ যথার্থ জ্ঞানরূপ গুণ। যে স্থলে এইরূপ গুণ আছে, সেই শাব্দবোধই প্রমা। বেদবাক্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বরই বক্তা, তাঁর বেদবাক্যার্থবিষয়ক যথার্থজ্ঞান আছে এবং সেই যথার্থ জ্ঞান-পূর্বকই বেদ রচনা। অতএব বেদবাক্য জন্য যে শাব্দী প্রমা তাও জ্ঞান সামান্যহেত্বতিরিক্ত হেতুজন্য হওয়ায়, সেই অতিরিক্ত গুণরূপ হেতুর আশ্রয়রূপে (বেদবক্তারূপে) ঈশ্বর অবশ্য স্বীকার্য।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 117
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 935 - 942
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "স্যাদেতৎ-শব্দে তাবৎ বিপ্রলিপ্সাদয়ো ভাবা এব দোষাঃ। ততস্তদভাবে স্বত এব শাব্দী প্রমেতি চেৎ, ন, অনুমানার্দৌ লিঙ্গবিপর্যাসাদীনাং ভাবানামপি দোষত্বে তদভাবমাত্রেণ প্রমানুৎপত্তেঃ।"[৪]

এই স্থলে মীমাংসা পক্ষ থেকে আপত্তি হতে পারে যে, - শাব্দীপ্রমা জ্ঞানসামান্যের কারণের অতিরিক্ত কোন ভাব কারণকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ বেদবাক্যস্থলে শাব্দী প্রমা কোন গুণকে অপেক্ষা করে না। বিপ্রলিপ্সাদি অর্থাৎ বিপ্রলিপ্সা, ভ্রম, প্রমাদ ও করণা-পাটব দোষ না থাকলে জ্ঞানসামান্যের কারণ হতেই শাব্দীপ্রমা উৎপন্ন হতে পারে।

কিন্তু ঐ আপত্তি অসঙ্গত, কেননা ন্যায়মতে, কেবল দোষের অভাব থাকলেই প্রমা উৎপন্ন হয় না, গুণকেও অপেক্ষা করে। অনুমিত্যাদিস্থলে কেবল ভ্রমাত্মক লিঙ্গজ্ঞানাদিরূপ ভাবস্বরূপ দোষের অভাৰ থাকলেই অনুমিত্যাদি প্রমা উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। তাই শাব্দী প্রমাও কেবল দোষাভাব থাকলে ও বক্তৃবাক্যার্থ যথার্থ জ্ঞানরূপ গুণ না থাকলে উৎপন্ন হইতে পারে না।যদি বলা হয় – অন্যত্র অর্থাৎ অনুমিত্যাদিস্থলে এরূপ হলেও শাব্দবোধস্থলে বিপ্রলিপ্সাদি দোষ না থাকলেও প্রমা উৎপন্ন হতে পারে, সেক্ষেত্রে বক্তৃগুণাদির অপেক্ষা থাকে না। তবুও তা অসঙ্গত,যেহেতু, তা হলে বিপরীতভাবে এটাও বলা যায় যে-গুণের অভাব থাকলে শাব্দী অপ্রমা উৎপন্ন হবে, বক্তৃদোষকে অপেক্ষা করবে না।

> "পৌরুষেয়বিষয়ে ইয়মন্ত ব্যবস্থা। অপৌরুষেয়ে তু দোষনিবৃত্যৈব প্রামাণ্যমিতি চেন্ন, গুণনিবৃত্ত্যা অপ্রামাণ্যস্যাপি সম্ভবাৎ।"[৫]

আপত্তি করে যদি বলা হয়-পৌরুষেয় অর্থাৎ লৌকিক বাক্যস্থলে শাব্দী প্রমা বক্তৃগুণজন্য হউক, কিন্তু অপৌরুষেয় বেদবাক্যস্থলে বিপ্রলিপ্সাদি পুরুষদোষের অভাবই প্রমার কারণ।তবে তাও অসঙ্গত হয়, কেননা বিপ্রলিপ্সাদি পুরুষদোষ না থাকায় যদি প্রমা হতে পারে, তা হলে যথার্থ জ্ঞানরূপ গুণ না থাকায় অপ্রমাও হতে পারে।

> "নিঃস্বভাৰত্বমেবমপৌরুষেয়স্য বেদস্য স্যাদিতি চেৎ, আত্মান-মুপালভস্ব।"[৬]

মীমাংসসকগণ যদি বলেন— প্রামাণ্য গুণজন্য এবং অপ্রামাণ্য দোষজন্য - এইরূপ স্বীকার করলে অপৌরুষেয় বেদের নিঃস্বভাবতার আপত্তি হয় (অর্থাৎ প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য কোনটাই থাকবে না। অথচ উভয়ের মধ্যে একটি অবশ্যই থাকিতে হবে।) এখানে অভিপ্রায় এই যে, গুণ ও দোষ যদি প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের কারণ হয় তা হলে অপৌরুষেয় বেদ যেমন পুরুষগত বিপ্রলিপ্সাদিদোষের সম্ভাবনা না থাকায় অপ্রমাণ হইতে পারে না, তেমনি বক্তৃবাক্যার্থ যথার্থ জ্ঞানরূপ গুণের সম্ভাবনা না থাকায় প্রমাণও হতে পারে না। এইভাবে প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই না হওয়ায় বেদের নিঃস্বভাবতার আপত্তি হয়।

নৈয়ায়িক এর উত্তরে বলবে – বেদের এই নিঃস্বভাবতার জন্য মীমাংসক নিজেকেই ভর্ৎসনা করছে যেহেতু বেদকে অপৌরুষেয় স্বীকার করে মীমাংসকই এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। নৈয়ায়িকগণ বেদকে পৌরুষেয় (ঈশ্বর-প্রণীত) অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রণীত বলে উল্লেখ করায় তাতে ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাদি দোষের সম্ভাবনা নেই এবং যথার্থ বাক্যার্থজ্ঞানরূপ গুণ থাকায় বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, অতএব বেদের নিঃস্বভাবতার আপত্তি হয় না।

প্রামাণ্যের জ্ঞান পরতঃ :

> "প্রামাণ্যং পরতো জ্ঞায়তে অনভ্যাসদশায়াং সাংশয়িকত্বাৎ অপ্রামাণ্যবৎ। যদি তু স্বতো জ্ঞায়েত কদাচিদপি প্রামাণ্যসংশয়ো ন স্যাৎ জানত্ব সংশয়বৎ, নিশ্চিতে তদনবকাশাৎ।"[৭]

এবারে নৈয়ায়িক প্রামাণ্যের জ্ঞানও যে পরতঃ তা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন। তাদের মতে, প্রামাণ্যের জ্ঞানও পরতঃ অর্থাৎ প্রামাণ্যের উৎপত্তি যেরূপ জ্ঞানসামগ্রীর অতিরিক্ত হেতুর অধীন, সেইরূপ প্রামাণ্যের জ্ঞানও জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীর অতিরিক্ত হেতুর অধীন। কারণ হিসেবে নৈয়ায়িকগণ বলেন, অনভ্যাসদশায় উৎপন্ন জ্ঞানে অর্থাৎ যে জ্ঞান গ্রহণ করতে জ্ঞাতা অভ্যস্ত নন সেই নবীন বিষয়ের জ্ঞানে 'ইদং জ্ঞানং প্রমা নবা' এইরূপ প্রামাণ্যের সংশয় যেহেতু দেখা যায় সেহেতু প্রামাণ্যের জ্ঞানও জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীর অতিরিক্ত হেতুর অধীন। যদি জ্ঞানের গ্রাহক সামগ্রী দ্বারাই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হত, অতিরিক্ত

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 117
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 935 - 942
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কারণকে অপেক্ষা না করত, তবে উৎপন্ন জ্ঞানে 'ইদং জ্ঞানং নবা' এইভাবে জ্ঞানত্বের সংশয় হত না, তেমনি স্বতঃই প্রামাণ্যের নিশ্চয় হওয়ায় 'ইদং জ্ঞানং প্রমা নবা' এইভাবে প্রামাণ্যসংশয়ও হত না, যেহেতু নিশ্চিত বিষয়ে সংশয় হয় না। এক্ষেত্রে সাধক বাধক প্রমাণাভাবকে অপেক্ষা না করে কেবল সাধারণ ধর্ম-দর্শনাদি হতেই সংশয় হয়— তাও মীমাংসকগণ বলতে পারেন না। কারণ তা হলে বিশেষ দর্শনকালেও সাধারণ ধর্মদর্শনাদি থাকায় সংশয়ের নিবৃত্তি হতে পারে না।

এর উত্তরে মীমাংসকগণ বলতে পারেন জ্ঞান গ্রহণের সঙ্গে যুগপৎ তার প্রমাত্ব গৃহীত হলেও সংশয় দেখা দিতে পারে। কেননা প্রমাণের ক্ষেত্রে যেরূপ আমাদের প্রমাত্বের জ্ঞান হয় সেরূপ অপ্রমা জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমাদের প্রমাত্বের জ্ঞান হয় (যেমন, পীতশঙ্খ জ্ঞান)। অতএব বিশেষ দর্শন না হলে লব্ধজ্ঞানটি প্রমা নাকি অপ্রমা সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে। এর উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন — প্রমাজ্ঞানের উপলব্ধি হলেও তার প্রমাত্বের উপলব্ধি হয় না? নাকি, প্রমাজ্ঞানেরই উপলব্ধি হয় না? – এই দুই পক্ষের মধ্যে মীমাংসকদের অভিপ্রেত কোনটি? প্রথম পক্ষ স্বীকার করলে বলতে হয়, প্রামাণ্য জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীগ্রাহ্য না হওয়ায় স্বতঃপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেন না জ্ঞানের জ্ঞান হল, কিন্তু তার প্রমাত্বের জ্ঞান হল না এরূপ দাবী মীমাংসক করতে পারেন না। দ্বিতীয় পক্ষ মানলে বলতে হয়, জ্ঞানই যদি গৃহীত না হয় তা হলে ধর্মীর জ্ঞান না থাকায় 'ইদং জ্ঞানং প্রমা নবা' এই প্রামাণ্য সংশয়ই হতে পারে না।

"ঝটিতি প্রচুরতরসমর্থপ্রবৃত্ত্যন্যথানুপপত্যা স্বতঃ প্রামাণ্যমুচ্যতে।"[৮]

মীমাংসকগণ এবারে ঝটিতি প্রবৃত্তিকে প্রামাণ্যের স্বতগ্রাহ্যতার যুক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করেন। তাঁরা বলেন, প্রায় সর্বত্র দেখা যায় যে, জ্ঞানের পরই তৎক্ষণাৎ সফল প্রবৃত্তি হয়ে থাকে আমাদের সকলেরই এটা অনুভবসিদ্ধ যে, কোন বস্তুর জ্ঞান হলে অবিলম্বে সেই বস্তু অভিমুখে প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। সেই প্রবৃত্তি সাধারণতঃ সংবাদীই (সফল) হয়। এই যে জ্ঞানের পরই ঝটিতি তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি, স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করলে এইরূপ হইতে পারে।এই জন্যই স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার্য।

পরতঃ প্রামাণ্যবাদী নৈয়ায়িকগণ বলেন – ঐ যুক্তিদ্বারাও স্বতঃপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ ঝটিতি প্রবৃত্তি সর্বত্র প্রামাণ্য নিশ্চয়ের অপেক্ষা রাখে না।বিষয়ে সংশয় থাকলেও অনেক সময় প্রবৃত্তি হতে দেখা যায়। অতএব প্রামাণ্যজ্ঞান না থাকলেও প্রবৃত্তি হতে পারে। ন্যায় মতে, প্রবৃত্তির পরই অনুমানের সাহায্যে জ্ঞানের প্রামাণ্যজ্ঞান হয়। জ্ঞানের পর 'ইদং জ্ঞানং প্রমা সমর্থ প্রবৃত্তিজনকত্বাৎ' এই অনুমানের দ্বারা প্রমাত্বের জ্ঞান হয় এবং সেটি পরামর্শাদি জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। নৈয়ায়িকগণ আরও বলেন – প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হল ইচ্ছা। ইচ্ছার কারণ ইষ্টসাধন তাজ্ঞান। ইষ্টসাধনতা জ্ঞান অনুমান প্রমাণের অধীন (ইদং মদিষ্টসাধনং রজতজাতীয়তাৎ দেশান্তরীয়রজতবৎ ইত্যাদি)। এই অনুমান প্রমাণ আবার ইন্দ্রিয় বিষয়ক সন্নিকর্ষাদির অধীন। অতএব প্রবৃত্তির প্রতি প্রামাণ্য জ্ঞানের কোনো উপযোগিতা নেই। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জলজ্ঞান হওয়ামাত্র তাতে যে প্রবৃত্তি হয় তাও ঝটিতি হয়, সর্বদাই (প্রচুর) হয় এবং সফল (সমর্থ) হয়, কিন্তু এটা বলা যায় না যে, জলের প্রত্যক্ষকালে জলের পিপাসাদমনশক্তিও (প্রামাণ্য জ্ঞান) প্রত্যক্ষ হয়। বরং এটা বলা উচিত – ঐভাবে জলগ্রহণে নিরন্তর অভ্যস্ত হওয়ায় জলজ্ঞান হওয়ামাত্রই দ্রুত অনুমিত্যাত্মক ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হয় ও তাতে প্রবৃত্তি হয়। অতএব ঝটিতি-প্রচুর-সমর্থ প্রবৃত্তিদ্বারা প্রমাণ্যের স্বতস্ত্ব প্রমাণিত হয় না।

এখন মীমাংসকগণ অনবস্থার আপত্তি তুলে ন্যায় মতের অসারতা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন। তাদের দাবি যদি সর্বত্র ঝটিতি প্রবৃত্তি প্রামাণ্য নিশ্চয়ের অপেক্ষা না রাখে, তবুও কিছু ক্ষেত্রে প্রামাণ্য নিশ্চয়ের পরে ওই প্রবৃত্তি হয় তা নৈয়ায়িকগণ অস্বীকার করতে পারেন না। এখন ওই সকল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রামাণ্যের নিশ্চয় পরতঃ বলে কখনই দাবী করা যায় না। কেননা প্রামাণ্য নিশ্চয়কে পরতঃ বললে এক অনপনীয় অনবস্থার প্রসঙ্গ দেখা দেয়।

> "পরতঃ পক্ষস্যানবস্থাদুঃস্থত্বাদিতি চেন্ন, তদগ্রহেহপ্যর্থসন্দেহাদপি সর্বস্যোপপত্তেঃ। ন চানবস্থাপি, প্রামাণ্যস্যাবশ্যজ্ঞেয়ত্বান-ভুযুপগমাৎ। অন্যথা স্বতঃ পক্ষেহপি সা স্যাৎ।"[৯]

মীমাংসকগণ বলেন, ন্যায় মতানুসারে জ্ঞানের প্রামাণ্যজ্ঞান 'ইদং জ্ঞানং প্রমা সংবাদিপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ' - এই অনুমিত্যাত্মক। কিন্তু এই অনুমিতিতে অপ্রামাণ্যসংশয় থাকলে তার দ্বারা পূর্বজ্ঞানের প্রামাণ্যনিশ্চয় হতে পারে না। অতএব এই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 117
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 935 - 942
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রামাণ্যনিশ্চায়ক অনুমিতির প্রামাণ্যনিশ্চয়ও অন্য অনুমিতি সাপেক্ষ, আবার তার প্রামাণ্যনিশ্চয়ও অন্য অনুমিতি সাপেক্ষ - এইভাবে অনবস্থা হয়।

উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, এই আপত্তি অসঙ্গত। অনবস্থাদোষ হয় না, কেননা, প্রামাণ্যের অবশ্যজ্ঞেয়তা স্বীকার্য্য নয়। যে অনুমানের দ্বারা প্রমাণ্যের নিশ্চয় হবে, তারও প্রামাণ্যনিশ্চয় হতে হবে, এই নিয়ম স্বীকার করা হয় না। তাই প্রামাণ্য অগৃহীত হলেও ঐ অনুমিতির দ্বারা প্রমাণ্যের নিশ্চয় হতে পারে। কোনো কারণে ঐ অনুমিতিতে অপ্রামাণ্যসংশয় হলে তার প্রামাণ্যনিশ্চয়ের জন্য অন্য অনুমিতির অপেক্ষা আছে। কিন্তু সংশয় অবশ্যম্ভাবী না হওয়ায় সর্বত্র অপ্রামাণ্য সংশয়ের সামগ্রী না থাকায় অন্য অনুমিতির প্রয়োজন নেই। তাই অনবস্থা হতে পারে না। তবুও যদি অনবস্থা স্বীকার করা হয় তবে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদেও অনবস্থা দোষ হবে।

স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী ভট্টের মতে, জ্ঞান অতীন্দ্রিয়। জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমানের দ্বারা জ্ঞানের জ্ঞান হয় এবং ঐ অনুমানের দ্বারাই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হয়। অতএব ভট্টের মতেও যে অনুমানের দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ হয়, সেই অনুমানের প্রামাণ্যগ্রহও অন্য অনুমানের দ্বারা হবে, এইভাবে অনবস্থা দোষ ভট্ট পক্ষেও স্বীকার্য্য। প্রভাকর মতে, জ্ঞান স্বপ্রকাশ অর্থাৎ স্বগ্রাহ্য, এবং জ্ঞানের প্রামাণ্যও স্বগ্রাহ্য অর্থাৎ জানগ্রাহ্য। এখন প্রশ্ন হয় এই স্বগ্রাহ্যতা কি স্বগ্রাহ্য নাকি পরতোগ্রাহ্য? এই স্বগ্রাহ্যতা স্বগ্রাহ্য হতে পারে না, যেহেতু তা স্বগ্রাহ্য যে জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রামাণ্য, তা থেকে ভিন্ন। আর স্বগ্রাহ্যতা পরগ্রাহ্য হলে (অনুমিতিগ্রাহ্য হলে) অনবস্থা দোষ এখানেও স্বীকার্য্য। মুরারিমিশ্রমতে, জ্ঞান অনুব্যবসায়গম্য এবং জ্ঞানের প্রামাণ্যও অনুব্যবসায়গম্য।তাঁর মতেও ঐ অনুব্যবসায়ের প্রামাণ্যজ্ঞান অত্যাবশ্যক হলে তা অন্য অনুব্যবসায়ের দ্বারাই হবে। এইভাবে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদেও ফলমুখী অনবস্থা স্বীকার্য্য।

এখন যদি মীমাংসকগণ বলেন, ঐ জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমানে, জ্ঞানে ও অনুব্যবসায়ে প্রামাণ্যজ্ঞানের অত্যাবশ্যকতা নেই, তাহলে পরতঃ প্রামাণ্যবাদীর মতেও তা তুল্য।

এখন মীমাংসক অন্যভাবে অনবস্থাদোষ দেখানোর জন্য ন্যায়মতে কারণমুখী অনবস্থার কথা বলেছেন। মীমাংসকগণ বলছেন– 'ইদং জ্ঞানং প্রমা সংবাদিপ্রবৃত্তি জনকত্বাৎ', এইরূপ প্রামাণ্যের অনুমানে যে হেতু দ্বারা প্রমাণ্যের অনুমান করা হয়েছে সেই হেতু পক্ষে নিশ্চিত হয়েই প্রামাণ্যের অনুমাপক হতে পারে। অথচ এই হেতুর নিশ্চয় অন্য হেতুকে অপেক্ষা করবে। অতএব একটি হেতুর নিশ্চয় অপর হেতু নিশ্চয়সাপেক্ষ, এইভাবে অনবস্থা দোষ হয়।

এর উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন-এইভাবে অনবস্থা মীমাংসকমতেও তুল্য। কেননা, মীমাংসা মতে ঘটাদি বস্তুগত জ্ঞাততাকে জ্ঞানের উপপাদক (অনুমাপক বা আক্ষেপক) বলা হয়, কিন্তু জ্ঞাততা স্বরূপসৎ ভাবে উপপাদক হতে পারে না। অনুপপদ্যমান জ্ঞাততার নিশ্চয় যদি অন্য হেতুর নিশ্চয়কে অপেক্ষা করে তাহলে মীমাংসকমতেও অনবস্থা দোষ হয়।

> "প্রত্যক্ষেণ তস্য নিশ্চয়াৎ তস্য চ সত্তয়ৈব নিশ্চায়কত্বান্নৈবমিতি চেৎ–মমাপি প্রত্যক্ষেণ লিঙ্গনিশ্চয়াৎ তস্য চ সত্তয়ৈব নিশ্চায়কত্বান্নৈবমিতি তুল্যম্।"[১০]

এখন যদি মীমাংসকগণ বলেন– প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই জ্ঞাততার নিশ্চয় হয়ে যায় অর্থাৎ চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপসৎ রূপেই প্রমার জনক হওয়ায় অন্য হেতুর নিশ্চয়কে অপেক্ষা করে না, ফলে অনবস্থা দোষ হয় না।

এর উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, ন্যায় পক্ষেও ঐভাবে অনবস্থা দোষের পরিহার হবে, অর্থাৎ প্রামাণ্যের অনুমাপক হেতুর নিশ্চয় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হবে। সুতরাং, অনবস্থা দোষ উভয়পক্ষে তুল্য হওয়ায় সর্বত্র প্রামাণ্যজ্ঞানের অপেক্ষা নেই।

> "তথাপি যদি তৎ লিঙ্গাভাসঃ স্যাৎ, তদা কা বার্তেতি চেৎ-অনুপপদ্য-মানোহপ্যর্থো যদ্যাভাসঃ স্যাৎ তদা কা বার্তেতি তুল্যম্।"[১১]

মীমাংসক পুনরায় আপত্তি করে বলতে পারেন, অনেক সময় দেখা যায়, যা প্রকৃত হেতু নয় তাকে হেতু বলে ভ্রম হয়। যে হেতুর দ্বারা নৈয়ায়িকগণ প্রামাণ্যর অনুমান করছেন সেই হেতুটি আভাস (অযথার্থ) হতে পারে, তাই ঐ হেতুর জ্ঞানে প্রামাণ্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 117
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 935 - 942
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিশ্চয় আবশ্যক। আবার যে হেতুর দ্বারা তার প্রামাণ্য নিশ্চয় হবে, সেই হেতুর জ্ঞানেরও প্রামাণ্য নিশ্চয় আবশ্যক; এইভাবে অনবস্থা হয়। এর উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন— মীমাংসা মতেও ওই অনবস্থা তুল্য। মীমাংসকগণ যে জ্ঞাততালিঙ্গের দ্বারা জ্ঞানের অনুমান করেছেন সেই অনুপপদ্যমান জ্ঞাততাও আভাস হতে পারে, অতএব তার আভাসত্ব ব্যাবৃত্তির জন্য জ্ঞাততারূপলিঙ্গবিষয়ক জ্ঞানের প্রামাণ্যনিশ্চয় আবশ্যক। আবার সেই প্রামাণ্যনিশ্চায়ক হেতুরও প্রামাণ্যনিশ্চয় আবশ্যক। এইভাবে মীমাংসক মতেও অনবস্থা তুল্য।

এর উত্তরে মীমাংসক যদি বলেন, - ঐ অনুপপদ্যমান জ্ঞাততা আভাস হলেও তার জ্ঞানে স্বতঃই প্রামাণ্য উৎপন্ন ও জ্ঞাত হয়। তার জন্য হেত্বন্তরের আবশ্যকতা নেই। যেহেতু জ্ঞান নিজেই নিজের প্রকাশক (বোধাত্মক), তাই বুদ্ধির বা জ্ঞানের প্রামাণ্য (সত্যতা) স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই প্রাপ্ত হয়। বিষয়ের ভিন্নতা বা বৈপরীত্য (অর্থাৎ পরে যদি জানা যায় যে বিষয়টি অন্যরকম) এবং জ্ঞানের উৎপত্তিতে কোনো দোষের উপস্থিতির জ্ঞান হলে, সেই পূর্ববর্তী প্রামাণ্য খণ্ডিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

"তস্মাদ্ বোধাত্মকত্বেন প্রাপ্তা বুদ্ধেঃ প্রমাণতা।
অর্থান্যথাত্বহেতুথ-দোষজ্ঞানাদপোদ্যতে।"[১২]

এর উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে, তা হলে তাঁরাও যে লিঙ্গজানের দ্বারা প্রামাণ্যের অনুমান হয়, তারও স্বতঃপ্রামাণ্য এবং আভাসস্থলে বাধজ্ঞানের দ্বারা অপবাদ বা অপসারণ স্বীকার করব। অতএব প্রামাণ্যনিশ্চায়ক হেতুর জ্ঞানে প্রামাণ্যনিশ্চয়ের অপেক্ষা না থাকায় অনবস্থা হবে না। সুতরাং ন্যায় মতে, প্রামাণ্য উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি উভয় দিক থেকেই পরতঃ বা পরনির্ভর।

Reference:

১. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ১
২. উদয়নাচার্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ, সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৫), পৃ. ১২১
৩. তদেব, পৃ. ১২৩
৪. উদয়নাচার্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ, সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৫), পৃ. ১২৫
৫. তদেব, পৃ. ১২৬
৬. উদয়নাচার্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ, সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৫), পৃ. ১২৬
৭.তদেব, পৃ. ১২৯
৮. উদয়নাচার্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ, সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৫), পৃ. ১৩১
৯. তদেব, পৃ. ১৩৩
১০. তদেব, পৃ. ১৩৫
১১. তদেব, পৃ. ১৩৭
১২. ভট্ট, কুমারিল, শ্লোকবার্তিক ২/৫০, অনুবাদক ও সম্পাদক: গঙ্গানাথ ঝা, শ্রী সদগুরু পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬, পৃ. ৫৫-৬০

Bibliography:

উদয়নাচার্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ, সম্পাদিত: শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৫, পৃ. ১৬
তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ১
ভট্ট, কুমারিল, শ্লোকবার্তিক, অনুবাদক ও সম্পাদক: গঙ্গানাথ ঝা, শ্রী সদগুরু পাবলিকেশন্স, ১৯৮৬, পৃ. ৫৫-৬০, তর্কপাদ, ২/৫০
ভাষাপরিচ্ছেদ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, সম্পা, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ভাষা-পরিচ্ছেদঃ, কোলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৬ পুনর্মুদ্রণ, (১৯৭০ প্রথম প্রকাশ)
তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়পরিচয়, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬ (৩য় মুদ্রণ)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 117
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 935 - 942
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৮
তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (দ্বিতীয় খণ্ড) কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫